কোভিড-১৯ এর প্রভাবে ক্রেতা-বিক্রেতাদের সমসাময়িক অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানসিক সমস্যা

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

নাম: অর্পিতা বসু

সি.উ রোল নম্বর:১৮২১১৫-১১-০২৪২

সি.উ রেজিস্ট্রেশন নম্বর:১১৫-১২১২-০১৭৩-১৮

সারসংক্ষেপ

COVID-19-এর প্রাদুর্ভাব সমাজের সমস্ত অংশের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল কারণ ভাইরাসের বিস্তার রোধে লোকজনকে তাদের বাড়িতে স্ব-বিচ্ছিন্নতা রাখতে বলা হয়েছিল। লকডাউন মানসিক স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল যার ফলস্বরূপ হতাশা, স্ট্রেস এবং হতাশা সহ মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। ঘুমের অভ্যাস, প্রতিদিনের ফিটনেস রুটিন এবং ওজন, সামাজিক উপর পরবর্তী প্রভাবগুলির জন্য ব্যয় করা সময় জীবন, এবং মানসিক স্বাস্থ্য। তাছাড়া, আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ মোকাবেলায় অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন মোকাবিলার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের কাছের লোকদের কাছ থেকেও সাহায্য চেয়েছিলেন। জনসংখ্যার মধ্যে ব্যাপকভাবে উদ্বেগ ও হতাশার লক্ষণগুলি হ্রাস করার জন্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (2019) এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রসমূহ (2020) এর সাথে জড়িত ঝামেলা হ্রাস করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রস্তাব করেছিল স্বাস্থ্যসেবা পেশা।

মানবসমাজের ইতিহাসে মহামারীটি কোনও নতুন ঘটনা নয়, কারণ মানবজাতি ইতিহাসে বিভিন্ন মহামারীর মুখোমুখি হয়েছে। এটি দেখা গেছে যে COVID-19 ক্ষেত্র থেকে ভোক্তা পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলে। খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলায় সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জের আলোকে এখন খাদ্য উত্পাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ এবং চাহিদা সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্বেগ রয়েছে। কোভিড -১৯ এর ফলে শ্রমিকদের চলাচল সীমাবদ্ধতা, ভোক্তাদের চাহিদার পরিবর্তন, খাদ্য উৎপাদন সুবিধা বন্ধ, খাদ্য বাণিজ্য নীতি সীমিত এবং খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে আর্থিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

সুতরাং সরকারদের শ্রমিক ও কৃষিপণ্য পণ্য চলাচলের সুবিধে করা উচিত। এছাড়াও, ক্ষুদ্র কৃষক বা দুর্বল লোকদের আর্থিকভাবে সহায়তা করা উচিত। সুবিধাগুলির কাজের পরিস্থিতি পরিবর্তন করা উচিত এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলি পরিবর্তন করে কর্মীদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বজায় রাখা উচিত। খাদ্যের দাম বৃদ্ধি রোধে খাদ্য সুরক্ষাবাদী নীতিগুলি এড়ানো উচিত। উপসংহারে, প্রতিটি দেশকে অবশ্যই পরিস্থিতির তীব্রতা অনুধাবন করতে হবে এবং কখনও কখনও মহামারীর বিস্তার অনুযায়ী ব্যবস্থা কঠোর বা শিথিল করতে হবে। খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সাপ্লাই চেইনও যথেষ্ট নমনীয় হওয়া উচিত। এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হল কৃষি এবং খাদ্য খাতে কোভিড -১ এর প্রভাব মূল্যায়ন করা এবং মহামারীর প্রভাব কমাতে এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশগুলি সংক্ষিপ্ত করা। সুবিধাগুলির কাজের পরিস্থিতি পরিবর্তন করা উচিত এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলি পরিবর্তন করে কর্মীদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বজায় রাখা উচিত। খাদ্যের দাম বৃদ্ধি রোধে খাদ্য সুরক্ষাবাদী নীতিগুলি এড়ানো উচিত। উপসংহারে, প্রতিটি দেশকে অবশ্যই পরিস্থিতির তীব্রতা অনুধাবন করতে হবে এবং কখনও কখনও মহামারীর বিস্তার অনুযায়ী ব্যবস্থা কঠোর বা শিথিল করতে হবে। খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে চ্যালেঞ্জগুলির প্রতিক্রিয়া জানাতে সাপ্লাই চেইনেও যথেষ্ট নমনীয় হওয়া উচিত।

(বিভাগের প্রধানা শ্রীমতি বিভা সমাদ্দার। এরপর যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি তারা হলেন আমাদের বিভাগের অধ্যাপিকা কোয়েনা ঘোষ ও অধ্যাপিকা নন্দিনী গুহ। এনারা এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছেন এবং নিয়মিত তত্বাবধানে গবেষণা সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় সহযোগিতা দান করেছেন । এছাড়া আমি সে সমস্ত ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা তাদের মূল্যবান সময় এবং তথ্য দিয়ে গবেষণার বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও আমি আমার সমাজতত্ব বিভাগের সকল সহপাঠী বন্ধু এবং বান্ধবী দের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমাকে গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য এবং বিবিধ পরামর্শ দান করেছে। এছাড়াও আমি আমার মা এবং বাবাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমাকে গবেষণার বিষয়ে আর্থিক ভাবে সাহায্য করেছেন ।

অর্পিতা বসু

বি.এ. তৃতীয় বর্ষ

সমাজতত্ত্ব বিভাগ
(সাম্মানিক)

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

কলকাতা

ম্যাপ টেবিল এবং চার্টের তালিকা

বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ম্যাপ	
• নিউ ব্যারাকপুর অঞ্চলের ম্যাপ	২৫-২৬
• চাঁদপুর লেনিনড় অঞ্চলের ম্যাপ	২৮-২৯
চার্ট	
• আক্রান্তের পরিমাণ	২
• অর্থনৈতিক অবস্থা	১৩
• বয়স বিভাজন	৩৩
• শিক্ষাব্যবস্থা	৩৪
• পরিবারের সদস্য সংখ্যা	৩৫
টেবিল	৪০
অনুসূচি	

অধ্যায়: প্রথম

গবেষণা হল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া এবং নতুন কিছু আবিষ্কারের নেশায় বিজ্ঞানীদের কার্যাবলী। যিনি গবেষণা করেন বা গবেষণা কর্মের সাথে জড়িত, তিনি গবেষক বা গবেষণাকারী নামে পরিচিত। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল বাস্তবিক কোনো সমস্যার সমাধান করা।

ভূমিকা:

কোভিড কি?

করোনাভাইরাস এমন একটি সংক্রামক ভাইরাস - যা এর আগে কখনো মানুষের মধ্যে ছড়ায়নি।

ভাইরাসটির আরেক নাম ২০১৯ - এনসিওভি বা নভেল করোনাভাইরাস। এটি এক ধরণের করোনাভাইরাস। করোনাভাইরাসের অনেক রকম প্রজাতি আছে, কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ছয়টি প্রজাতি মানুষের দেহে সংক্রমিত হতে পারে। তবে নতুন ধরণের ভাইরাসের কারণে সেই সংখ্যা এখন থেকে হবে সাতটি।

২০০২ সাল থেকে চীনে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া সার্স (পুরো নাম সিভিয়ার এ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম) নামে যে ভাইরাসের সংক্রমণে পৃথিবীতে ৭৭৪জনের মৃত্যু হয়েছিল আর ৮০৯৮ জন সংক্রমিত হয়েছিল।

সেটিও ছিল এক ধরণের করোনা ভাইরাস।

নতুন এই রোগটিকে প্রথমদিকে নানা নামে ডাকা হচ্ছিল, যেমন: 'চায়না ভাইরাস', 'করোনাভাইরাস', '২০১৯ এনকভ', 'নতুন ভাইরাস', 'রহস্য ভাইরাস' ইত্যাদি। ২০20 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রোগটির আনুষ্ঠানিক নাম দেয় কোভিড-১৯ যা 'করোনাভাইরাস ডিজিজ ২০১৯'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।(www.google.com)

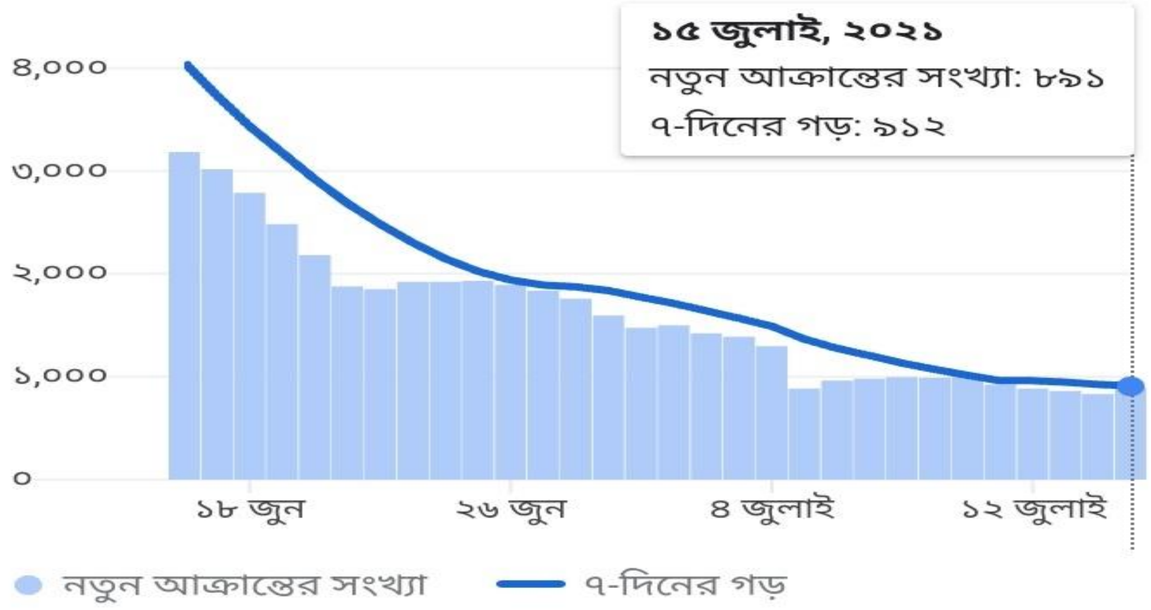

রেখচিত্র-1.1

মানুষের সাথে কোভিড-এর সম্পর্ক:

সবচেয়ে সাধারণ উপসর্গসমূহ:

- জ্বর
- শুকনো কাশি
- ক্লান্তিভাব

কম সাধারণ উপসর্গসমূহ:

- ব্যথা ও যন্ত্রণা
- গলা ব্যথা
- ডায়রিয়া
- কনজাংটিভাইটিস
- মাথা ব্যথা
- স্বাদ বা গন্ধ না পাওয়া
- ত্বকে ফুসকুড়ি ওঠা বা আঙুল বা পায়ের পাতা ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া

গুরুতর উপসর্গসমূহ:

- শ্বাস নিতে অসুবিধা বা প্রবল শ্বাসকষ্ট হওয়া
- বুক ব্যথা বা বুকে চাপ অনুভব করা
- কথা বলার বা হাঁটাচলার শক্তি হারানো (who.int)

কোভিড-১৯ -এর সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে:

- আপনার হাত প্রায়শই পরিষ্কার করুন। সাবান এবং জল বা অ্যালকোহল রয়েছে এমন হ্যান্ডওয়াশ ব্যবহার করুন।
- কাশি বা হাঁচি হচ্ছে এমন ব্যক্তির থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব না হলে মাস্ক ব্যবহার করুন।
- আপনার চোখ, নাক বা মুখ স্পর্শ করবেন না।
- কাশি বা হাঁচির সময় আপনার নাক এবং মুখটি কনুই ভাঁজ করে বা টিস্যু দিয়ে কভার করুন।
- অসুস্থ বোধ করলে বাড়িতেই থাকুন।
  - জ্বর, কাশি এবং শ্বাসকষ্ট হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। (who.int)

<u>চিকিৎসা:</u>

<u>নিজের যত্ন</u>

লক্ষণবিহীন কেস, COVID-19-এর মাঝারি কেস:

- নিজেকে সুআলোবাতাস যুক্ত একটি ঘরে আইসোলেট করুন।
- ত্রিস্তর যুক্ত মেডিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করুন, ৪ ঘন্টা ব্যবহারের পরে অথবা তার আগেই এটি ভিজে গেলে বা চোখে পড়ার মতো নষ্ট হয়ে গেলে মাস্কটি পরিত্যাগ করুন। পরিচর্যাকারী ঘরে প্রবেশ করলে পরিচর্যাকারী এবং রোগী উভয়েই N 95 মাস্ক ব্যবহারের কথা বিবেচনা করুন।
- মাস্কটি 1% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট দিয়ে সংক্রমণমুক্ত করা হলে তবেই পরিত্যাগ করা উচিত।
- বিশ্রাম নিন এবং পর্যাপ্ত হাইড্রেশন বজায় রাখতে প্রচুর পরিমাণে পানীয় গ্রহণ করুন।
- সর্বদা শ্বাসক্রিয়ার পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করুন।
- সাবান ও জল দিয়ে বা অ্যালকোহল-বেসড স্যানিটাইজার দিয়ে কমপক্ষে 40 সেকেন্ড ধরে হাত ধুতে থাকুন।

পরিচর্যাকারীদের জন্য নির্দেশিকা:

- মাস্ক: পরিচর্যাকারীকে ত্রিস্তরীয় মেডিক্যাল মাস্ক পরতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তির সাথে একই ঘরে থাকার সময় N95 মাস্কের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
- হাতের পরিচ্ছন্নতা: অসুস্থ ব্যক্তি অথবা রোগীর পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সংস্পর্শে আসার পরে অবশ্যই হাতের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে।
- রোগীর/রোগী যেখানে আছেন সেই পরিবেশের সংস্পশে আসা: রোগীর দেহ বিশেষত মুখ অথবা শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে নিঃসৃত তরলের সাথে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ এড়ান। রোগীকে স্পর্শ করার সময় ব্যবহারের পরে পরিত্যাগযোগ্য দস্তানা ব্যবহার করুন। দস্তানা খোলার আগে ও পরে হাতের পরিচ্ছন্নতাবিধি অনুসরণ করুন। (mohfw.gov.in)

সূচনা:

বাজার একটি লেনদেন পদ্ধতি, সংস্থা, সামাজিক

সম্পর্ক অথবা পরিকাঠামো যেখানে মানুষ বস্তু বা অন্য কর্ম-দক্ষতা বিনিময় করে

সামগ্রিক অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করে।

এটি ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপনকারী একটি কর্ম ব্যবস্থা। প্রতিযোগিতা যেকোনো বাজারের একটি অপরিহার্য অংশ। বিভিন্ন প্রকারের বাজার আয়তন, পরিধি, ভৌগোলিক অবস্থান, পরিচালনকারী সম্প্রদায়, বস্তু বা কর্ম দক্ষতার যে বিভক্ত করা যায়। যেমনঃ গ্রাম গঞ্জের সাপ্তাহিক কৃষি পণ্যের হাট, বিপনী বিতান, বৃহৎ বিপণন কেন্দ্র, আন্তর্জাতিক মুদ্রা ও পণ্য বাজার, শেয়ার বাজার ইত্যাদি।

বর্তমানে আমাদের দেশ ভারত বর্ষ কোভিড-১৯ নামক এক কঠিন রোগের সম্মুখীন হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের নতুন নিয়ম অনুযায়ী বাজার খোলা সময়সীমা সকাল সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত করা হয়েছে। এর ফলস্বরূপ বাজার নিকটবর্তী এলাকাবাসী মাত্র তিন ঘন্টা সময় পাওয়ায় আগের তুলনায় বাজারে অধিকাংশ ভিড় বাড়াচ্ছে। যার ফলে আশংক্ষা ক্রমশ বাড়ছে।

মুদ্রিত সাহিত্যের পর্যালোচনা:

- সাহিত্য পর্যালোচনা হ'ল কোনও বিষয়ে পূর্ববর্তী গবেষণার একটি বিস্তৃত সংক্ষিপ্তসার। সাহিত্য পর্যালোচনা গবেষণার একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নিবন্ধ, বই এবং অন্যান্য উত্স জরিপ। পর্যালোচনাটি পূর্ববর্তী এই গবেষণার গণনা করা, বর্ণনা করা, সংক্ষিপ্তকরণ, উদ্দেশ্যমূলকভাবে মূল্যায়ন ও স্পষ্ট করা উচিত।(https://guides.library.bloomu.edu)

- ২০০২ সাল থেকে চীনে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া সার্স (পুরো নাম সিভিয়ার এ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম) নামে যে ভাইরাসের সংক্রমণে পৃথিবীতে ৭৭৪জনের মৃত্যু হয়েছিল আর ৮০৯৮ জন সংক্রমিত হয়েছিল। সেটিও ছিল এক ধরণের করোনাভাইরাস।

নতুন এই রোগটিকে প্রথমদিকে নানা নামে ডাকা হচ্ছিল, যেমন: 'চায়না ভাইরাস', 'করোনাভাইরাস', '২০১৯ এনকভ', 'নতুন ভাইরাস', 'রহস্য ভাইরাস' ইত্যাদি। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রোগটির আনুষ্ঠানিক নাম দেয় কোভিড-১৯ যা 'করোনাভাইরাস ডিজিজ ২০১৯'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।(www.google.com)

- কুড়ি হাজার বছর আগেও ছিল করোনাভাইরাস। এক গবেষণায় জানা গিয়েছে এখন যে অঞ্চল পূর্ব এশিয়া হিসেবে পরিচিত কুড়ি হাজার বছর আগে সেই অঞ্চলে ডেকে এনেছিল করোনাভাইরাস। এই সাক্ষাৎ এতটাই শক্তিশালী ছিল এখনো রয়ে গেছে তা মানুষের জিনে।

- গবেষকরা জানান আধুনিক প্রযুক্তি সেই ছাপ আবিষ্কার করে এবং তার ব্যাখ্যা করে প্রমাণ পেয়েছে যে এর আগেও মানবদেহের সঙ্গে করোনাভাইরাস এর পরিচয় হয়েছে। জিনের গঠন বিশ্লেষণ করে গবেষকরা দেখেছেন চীন, জাপান ও ভিয়েতনামের পাঁচটি জনজাতির জিনে কোরোনার সঙ্গে লড়ার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।(আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, সোমবার, ২৮ জুন ২০২১)

- ***Food Quality and Safety*, Volume 4, Issue 4, December 2020, Pages 167–180,2020 - এই নিবন্ধে বলা হয়েছে**মানবসমাজের ইতিহাসে মহামারীটি কোনও নতুন ঘটনা নয়, কারণ মানবজাতি ইতিহাসে বিভিন্ন মহামারীর মুখোমুখি হয়েছে। মহামারীর সাধারণ বিষয় হল বৈশ্বিক অর্থনীতিতে তাদের মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব। খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলা বিবেচনা করে, অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত, এটি দেখা গেছে যে COVID-19 ক্ষেত্র থেকে ভোক্তা পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলে। খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলায় সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জের আলোকে এখন খাদ্য উত্পাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ এবং চাহিদা সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্বেগ রয়েছে। কোভিড −১ resulted এর ফলে শ্রমিকদের চলাচল সীমাবদ্ধতা, ভোক্তাদের চাহিদার পরিবর্তন, খাদ্য উৎপাদন সুবিধা বন্ধ, খাদ্য বাণিজ্য নীতি সীমিত এবং খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে আর্থিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সরকারদের শ্রমিক ও কৃষিপণ্য পণ্য চলাচলের সুবিধে করা উচিত। এছাড়াও, ক্ষুদ্র কৃষক বা দুর্বল লোকদের আর্থিকভাবে সহায়তা করা উচিত। সুবিধাগুলির কাজের পরিস্থিতি পরিবর্তন করা উচিত এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলি পরিবর্তন করে কর্মীদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বজায় রাখা উচিত। খাদ্যের দাম বৃদ্ধি রোধে খাদ্য সুরক্ষাবাদী নীতিগুলি এড়ানো উচিত। উপসংহারে, প্রতিটি দেশকে অবশ্যই পরিস্থিতির তীব্রতা অনুধাবন করতে হবে এবং কখনও কখনও মহামারীর বিস্তার অনুযায়ী ব্যবস্থা কঠোর বা শিথিল করতে হবে। খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে চ্যালেঞ্জগুলির প্রতিক্রিয়া জানাতে সাপ্লাই চেইনেও যথেষ্ট নমনীয় হওয়া উচিত। এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হল কৃষি এবং খাদ্য খাতে কোভিড −১ of এর প্রভাব মূল্যায়ন করা এবং মহামারীর প্রভাব কমাতে এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশগুলি সংক্ষিপ্ত করা। সুবিধাগুলির কাজের পরিস্থিতি পরিবর্তন করা উচিত এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলি পরিবর্তন করে কর্মীদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বজায় রাখা উচিত। খাদ্যের দাম বৃদ্ধি রোধে খাদ্য সুরক্ষাবাদী নীতিগুলি এড়ানো উচিত।

- কোভিড –১ pandemic মহামারী একটি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সংকট যা ইতিমধ্যেই বিশ্ব অর্থনীতিতে বিধ্বংসী প্রভাব ফেলছে–রোগের বিস্তার রোধে সরাসরি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে। খাদ্য ও কৃষি খাতেও এই প্রভাবগুলি অনুভূত হচ্ছে। যদিও খাবারের সরবরাহ আজ পর্যন্ত ঠিক আছে, অনেক দেশে, ভাইরাসের বিস্তার রোধে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা বাজার এবং ভোক্তাদের সীমান্তের মধ্যে এবং সীমান্তে কৃষি খাদ্য পণ্য সরবরাহকে ব্যাহত করতে শুরু করেছে। এই খাতটি রচনাতে এবং – কিছু পণ্যের জন্য – চাহিদার স্তরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন অনুভব করছে।
- খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে কাজ করা কৃষক, জেলে এবং অন্যান্যদের জীবনযাত্রার জন্য এই প্রভাবগুলি কতটা ক্ষতিকর হয়ে উঠবে তা স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদে নীতিগত প্রতিক্রিয়ার উপর অনেকাংশে নির্ভর করবে। স্বল্পমেয়াদে, সরকারগুলিকে একাধিক দাবি পরিচালনা করতে হবে – স্বাস্থ্য সংকটে সাড়া দেওয়া, অর্থনীতিতে আঘাতের পরিণতিগুলি পরিচালনা করা এবং খাদ্য ব্যবস্থার মসৃণ কার্যকারিতা নিশ্চিত করা। যদিও মহামারীটি স্বল্প মেয়াদে খাদ্য ব্যবস্থার জন্য কিছু গুরুতর চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে, এটি জলবায়ু পরিবর্তন সহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় তার স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করার জন্য খাদ্য এবং কৃষি খাতে পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করারও একটি সুযোগ। (OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), **29 April 2020)**

COVID-19 মহামারীটি বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্যের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার পরিস্থিতিকে আরও বেড়েছে [1 - 3]। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বলতে বোঝায় সীমিত আর্থিক বা অন্যান্য সম্পদের কারণে একজন ব্যক্তি বা পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত খাবারে ধারাবাহিক অ্যাক্সেসের অভাব [4]। জাতিসংঘের খাদ্য কৃষি সংস্থা (এফএও) পরামর্শ দেয় যে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা একটি বহুমুখী ঘটনা যা খাদ্যের প্রাপ্যতা, অ্যাক্সেস, ব্যবহার এবং স্থিতিশীলতার ব্যাঘাতের কারণে ঘটে। **(Food insecurity during COVID-19 pandemic: A genuine concern for people from disadvantaged community and low-income families)**

গবেষণার লক্ষ:

বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে বাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়টি বেছে নেওয়ার মূল লক্ষ্য হলো এই পরিস্থিতিতে কোন রকম সমস্যা ছাড়া বিক্রেতা ও ক্রেতারা যাতে সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে পারে এবং বিক্রেতা তাদের সঠিক বাজারমূল্য লাভ করতে পারে তার উপায় বের করা।

সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষের গুরুত্বপূর্ণ মতামতের মাধ্যমে এই পরিস্থিতির নানা সমস্যার কিছুটা সমাধান করার চেষ্টার জন্য আমার এই বিষয়টি বেছে নেওয়া।

অধ্যায়: দ্বিতীয়

সমীক্ষার পটভূমি:

কোভিড-১৯ এর আগে বাজারের চিত্র:

COVID-19 এর পূর্বে ভারতের প্রতিটি বড় এক্সচেঞ্জের বাজার মূলধন ছিল প্রায় 2.16 ট্রিলিয়ন ডলার। 2019 স্টক মার্কেটের সমাবেশ বড় ক্যাপগুলির মধ্যে 8-10 টি স্টকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ২০১৯ সালের জন্য সেনসেক্স প্রায় ১৪% (লভ্যাংশ বাদে) ফিরে এসেছিল তবে এইচডিএফসি ব্যাংক, এইচডিএফসি, টিসিএস, ইনফোসিস, রিলায়েন্স, হিন্দুস্তান ইউনিলিভার, আইসিআইসিআই ব্যাংক এবং কোটক ব্যাঙ্কের মতো নীল চিপ সংস্থাগুলি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যা ছাড়া সেনসেক্সের রিটার্ন হত নেতিবাচক. তবে, ২০২০ সালের শুরুতে, সামগ্রিকভাবে পুনরুদ্ধার হয়েছিল যার ফলে এনএসই এবং বিএসই উভয়ই তাদের সর্বোচ্চ স্তরে লেনদেন করেছে যথাক্রমে 12,362 এবং 42,273 শীর্ষে। বছরের শুরুতে, প্রায় 30 টি সংস্থা আইপিও'র ফাইল প্রত্যাশিত বলে আশা করা হয়েছিল। জানুয়ারীর মাঝামাঝি সময়ে তারা রেকর্ড সর্বোচ্চ ছিল বলে বাজারের পরিস্থিতি সাধারণত অনুকূল ছিল।

কোভিড-১৯ এর পরে বাজারের চিত্র:

বছরের শুরু থেকে মোট বাজার মূলধনটি অবাক করা 27.31% হারায়। মহামারীজনিত কারণে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের মনোভাব প্রতিফলিত ছাড়া শেয়ার বাজার কিছুই করেছে না। সংস্থাগুলি ছাঁটাই এবং বেকারত্বের ফলে তাদের ব্যয় সরিয়ে নেওয়া শুরু করেছে।

ভ্রমণ এবং পরিবহন, বিনোদন শিল্প, তেল ও গ্যাসের মতো ক্ষেত্রগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এই সংস্থাগুলির স্টক 40% এরও বেশি ক্র্যাশ করেছে। লকডাউনের ফলস্বরুপ বেশ কয়েকটি সংস্থা অকার্যকর ব্যবসায়ের কারণে দেউলিয়া ঘোষণা করেছে।

লকডাউনের কারণে বেশ কয়েকটি সংস্থাগুলি প্রযুক্তিতে ব্যয় করতে বিশ্বব্যাপী অবসন্ন হওয়ার কারণে বেশ কয়েকটি সংস্থার আয়তে হ্রাস পাওয়ায় আইটি খাতও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তবে, এমন কিছু ব্যবসায়িক ক্ষেত্র রয়েছে যা করোনার ভাইরাসের প্রভাব থেকে সুরক্ষিত বা না থাকলে অন্যান্য খাতগুলির তুলনায় দ্রুত পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে। এই ক্ষেত্রগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা, ব্যাংকিং, টেলিযোগাযোগ এবং খুচরা যেমন মুদিগুলির অন্তর্ভুক্ত। (ncbi.nlm.nlh.gov)

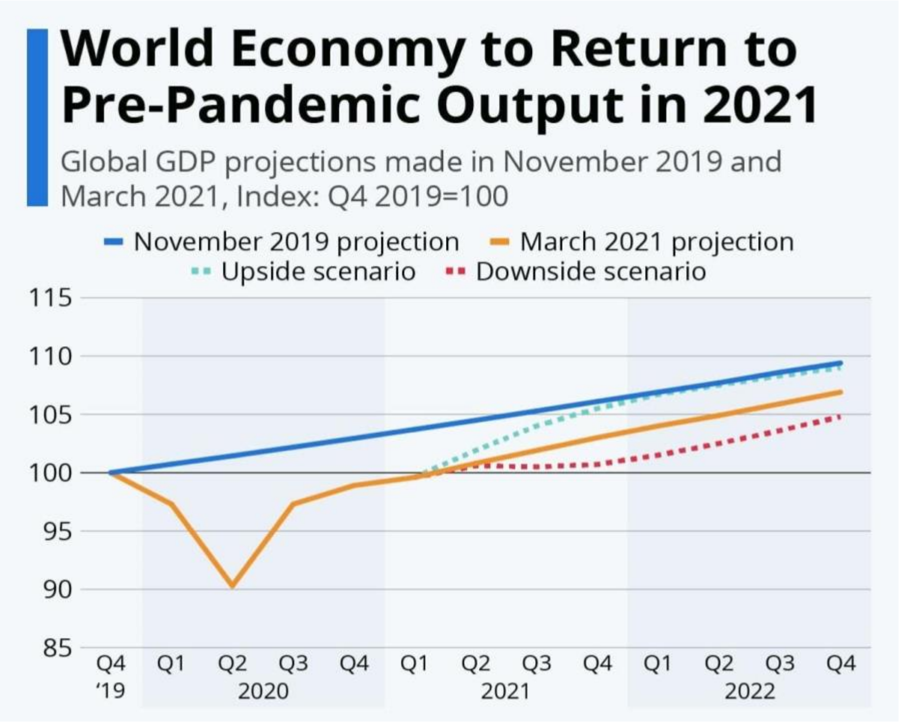

রেখচিত্র–1.2

অধ্যায়: তৃতীয়

গবেষণা নকশা:

গবেষণা নকশা হ'ল গবেষক দ্বারা নির্বাচিত গবেষণা পদ্ধতি এবং কৌশলগুলির কাঠামো। নকশাটি গবেষকদের গবেষণার পদ্ধতিগুলিতে সম্মতি জানাতে সহায়তা করে যা বিষয়গুলির জন্য উপযুক্ত এবং সাফল্যের জন্য তাদের অধ্যয়ন স্থাপন করতে পারে। গবেষণা নকশা একটি সামগ্রিক কৌশল যেখানে গবেষণার বিভিন্ন উপাদান অত্যন্ত মৌলিক এবং প্রাঞ্জল তার সাথে একত্র করা যায়। এর উদ্দেশ্য গবেষণা সমস্যা কে কার্যকর ভাবে উপস্থাপন করা। সহজ কথায় উপাত্ত সংগ্রহ, পরিমাপ, প্রক্রিয়া এবং বিশ্লেষণ এর একটি প্রতিচিত্র।

গবেষণা নকশা হলো গবেষণাকার্য ও সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য গবেষণা কাজটি কীভাবে করা হবে তার একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা। সার্বিকভাবে গবেষণা নকশা হলো একটা ধারণাগত কাঠামো যার মাধ্যমে গবেষণা কর্ম পরিচালনা করা হয়।(http://www.ebookbou.edu.bd)

সমস্যা বিবৃতি:

সমস্যা: করোনা পরিস্থিতিতে বাড়ছে মানুষের মধ্যে আশঙ্কা এবং ভীতি। অন্যদিকে বাড়ছে বিক্রেতাদের ক্ষতির পরিমাণ।

পটভূমি: এক দু বছর নয়, করোনা ভাইরাসের সঙ্গে মানুষের সাক্ষাৎ হয়েছিল কুড়ি হাজার বছর আগেও ।এক গবেষণায় জানা গিয়েছে এখন যে অঞ্চল পূর্ব এশিয়ায হিসেবে পরিচিত কুড়ি হাজার বছর আগে সেই অঞ্চল এই মহামারী ডেকে এনেছিল করোনা ভাইরাস এবং এই সাক্ষাৎ এতটাই শক্তিশালী ছিল যে তার ছাপ এখনও রয়ে গিয়েছে মানুষের জিনে। অস্ট্রেলিয়া ও ওয়াশিংটনের একদল বিজ্ঞানীর এই গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে 'কারেন্ট বায়োলজি' নামে একটি বিজ্ঞান পত্রিকায়। বিশ্বের ২৬টি জনগোষ্ঠীর ২৫০০ মানুষের জিনের গঠনগত বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করেছেন ওই বিশেষজ্ঞরা। দেখা গিয়েছে, মানুষ যে কয়েক হাজার বছর আগেও করোনাভাইরাস এর সঙ্গে লড়েছে, বিবর্তনের পরেও সেই ছাপ রয়ে গেছে জিনে। (আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, সোমবার,২৮ জুন ২০২১) ।

২০-এর শতকের নতুন করে ফিরে আসায় মানুষের মনে ভয় এবং ভীতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বাড়ছে মানসিক চাপ যার ফলে হচ্ছে শারীরিক অসুস্থতা। অতিরিক্ত টেনসনে দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের রোগ। এরই মাঝে নানা বিধিনিষেধ মেনে অত্যাবশ্যকীয় জিনিস সংগ্রহে ঘরের বাইরে বের হতে হচ্ছে মানুষকে। কম সময়ের জন্য নানা দিক দিয়ে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে মানুষ। যার ফলস্বরুপ বেড়ে চলেছে অনলাইন কেনাকাটা। কড়া দামে পণ্য কিনে সুলভ মূল্যে বিক্রি না করতে পারার ফলে বাজারের বিক্রেতাদের ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা দুর্বল হয়ে পড়ছে। জীবিকা বদলেছে অনেক বিক্রেতা। আর্থিক অনটনে সংসারে দেখা দিয়েছে দারিদ্রতা। স্কুলছুট হয়েছে অনেক পরিবারের শিশুরা।

➢ গবেষণা পদ্ধতি(Types of Research):

গবেষণা পদ্ধতি হ'ল একটি বিষয় সম্পর্কিত তথ্য সনাক্তকরণ, নির্বাচন, প্রক্রিয়া এবং বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা কৌশল। একটি গবেষণামূলক গবেষণাপত্রে, পদ্ধতি বিভাগটি পাঠকের একটি সমীক্ষার সামগ্রিক বৈধতা এবং নির্ভরযোগ্যতার মূল্যায়ন করতে পারে। পদ্ধতি বিভাগটি দুটি প্রধান প্রশ্নের উত্তর দেয়: কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল বা উত্পন্ন হয়েছিল? এটি কীভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল? (https://libguides.wits.ac.za)

❖ বর্তমান গবেষণা কার্যটি সিদ্ধান্তমূলক গবেষণা (Conclusive Research) –এর একটি ভাগ, বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি (Descriptive Research) –এর একটি বিভাগ, মিশ্র বিভাগীয় গবেষণা (Cross–sectional Research)

-এর একক বিভাগীয় গবেষণা নকশা(Single Cross-sectional Research Design) পদ্ধতি দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।

- সিদ্ধান্তমূলক গবেষণা(Conclusive Research): কোনো তথ্য বা বিষয়বস্তু বাছাই করার জন্য যে গবেষণার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তাকে সিদ্ধান্তমূলক গবেষণা বলে। সিদ্ধান্তমূলক গবেষণাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা-

  ক) বর্ণনামূলক গবেষণা নকশা(Descriptive Research),

  খ) কার্যকারণ সম্বন্ধীয় গবেষণা নকশা(Casual Research)

- **বর্ণনামূলক গবেষণা:** যে গবেষণা নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত সাধারণ বৈশিষ্ট্য সমূহ বা কার্যাবলী তুলে ধরার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়, তাকে বর্ণনামূলক গবেষণা নকশা বলে। বর্ণনামূলক গবেষণাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা-

ক) মিশ্র বিভাগীয় গবেষণা নকশা(Cross-sectional Research Design)

খ) অনুদৈর্ঘ্য গবেষণা নকশা(Longitudinal Research Design)

- <u>**মিশ্র বিভাগীয় গবেষণা নকশা:**</u> সমগ্রক এর মধ্য হতে একবার মাত্র উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে গবেষণা কার্য পরিচালনা করা হলে তাকে মিশ্র বিভাগীয় গবেষণা নকশা বলা হয়। মিশ্র বিভাগীয় গবেষণা নকশাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

ক) একক মিশ্র বিভাগীয় নকশা(Cross-sectional Research Design) বা জরিপ গবেষণা(Sample survey Research Design),

খ) বহুমুখী মিশ্র বিভাগীয় গবেষণা নকশা(Multiple Cross-sectional Research Design)

- **<u>মিশ্র বিভাগীয় নকশা:</u>** নির্বাচিত সমগ্রক হতে উত্তরদাতাদের একটিমাত্র নমুনা গ্রহণ এবং নমুনার তথ্য শুধুমাত্র একবার ব্যবহার করা হলে তাকে একক মিশ্র বিভাগীয় নকশা বলা হয়।

<u>প্রণালী বিজ্ঞান(Types of Methodology):</u>

পদ্ধতি গবেষণার জন্য "" একটি প্রাসঙ্গিক কাঠামো ", মতামত, বিশ্বাস এবং মানগুলির উপর ভিত্তি করে একটি সুসংগত এবং যৌক্তিক পরিকল্পনা, যা গবেষকরা [বা অন্যান্য ব্যবহারকারীদের] পছন্দগুলি পছন্দ করে"। (Wikipedia)

- <u>নিরীক্ষামূলক(Survey Research) গবেষণা পদ্ধতি দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।</u> নিরীক্ষা মূলক গবেষণায় সাধারণত ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। নিরীক্ষা মূলক গবেষণা দুই ভাগে ভাগ করা যায়–

❖ ক) সমগ্রক সমীক্ষা(Census), খ) নমুনা সমীক্ষা(Sample Survey) । সমগ্রক সমীক্ষায় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতিটি একককে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নমুনা সমীক্ষায় জনগোষ্ঠীর একটি অংশ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই নমুনার সমীক্ষার মাধ্যমে অংশ সম্পর্কে বিশেষ ও বিশদ তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে নমুনা সমীক্ষার(Sample Survey) দ্বারা। গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সকল ক্রেতা এবং বিক্রেতা দের কাছে যাওয়ার সময় সাপেক্ষ, অর্থবহুল তাই এই গবেষণাটি সম্পন্ন করার জন্য ‘নমুনা সমীক্ষা’ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

➢ তথ্য সংগ্রহের সরঞ্জাম ও কৌশল(Tools and Techniques of Data Collection):

❖ কোনো গবেষক তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করেন এমন গবেষণা প্রকল্প গুলির আগ্রহের ধারণাটি পরিমাপ করার পদ্ধতিকে গবেষণার সরঞ্জাম(Tools) বলা হয়।

গবেষণায় ব্যবহৃত সরঞ্জাম গুলি হল–

➢ প্রশ্নাবলী(Questionnaire), সাক্ষাৎকার(Interview), পর্যবেক্ষণ(Observations)।

❖ তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম। নির্দিষ্ট পদ্ধতি গুলির ব্যবহারের সাথে যা প্রদত্ত পদ্ধতি গুলি তে ব্যবহৃত হয় তারা তথ্য সংগ্রহের কৌশল(Techniques) হিসেবে পরিচিত।

গবেষণায় ব্যবহৃত কৌশল গুলি হল–

➢ গবেষক প্রথমে পর্যবেক্ষণ করে এবং তারপর বর্ণনা দেয় যে সে কি লক্ষ্য করেছে।

- বর্তমান গবেষণাটিতে পরিমাণবাচক (Quantitative Research) এবং গুণবাচক গবেষণা(Qualitative Research) পদ্ধতি প্রয়োজনমতো প্রয়োগ করা হয়েছে। গুণবাচক গবেষণার নিয়ম অনুযায়ী উত্তরদাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারিক দিক নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিমাণবাচক গবেষণার নিয়ম অনুযায়ী মূলত সংখ্যা তাত্ত্বিক গবেষণার ওপর নির্ভর করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত কৌশল গুলির উদাহরণ হল–
- মুখোমুখি সাক্ষাৎকার(Face to face interaction), দৃশ্য রেকর্ড(Video), চলচ্চিত্র(Film)

➢ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি(Source of Data):

এই গবেষণার ক্ষেত্রে দু ধরনের তথ্যই ব্যবহার করা হয়েছে, যথা–

ক) প্রাথমিক তথ্য(Primary Data): গবেষক যখন নিজে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে তখন তাকে প্রাথমিক তথ্য বলা হয়।

খ) গৌণ তথ্য (Secondary Data): গবেষক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা সঞ্চিত বা বিভিন্ন রেকর্ডস, বই, জার্নাল প্রভৃতি থেকে পাওয়া যায় এমন তথ্যকে গৌণ তথ্য বলা হয়।

- এই গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক নিজে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং অনলাইন তথ্য, বই, জার্নাল, খবরের কাগজ, পত্রিকা থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

➤ নমুনায়ন(Sampling):

❖ গবেষণার এলাকা:

ক) নিউ ব্যারাকপুর বাজার,

খ) চাঁদপুর লেনিন গড় বাজার

❖ গবেষণা এলাকার বর্ণনা:

➤ **নিউ ব্যারাকপুর অঞ্চল:** এই অঞ্চলটি ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত একটি শহর ও পৌরসভা এলাকা। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ৭৬,৮৪৬ জন। এই অঞ্চলের সাক্ষরতার হার ৭৬%। পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৯০% এবং নারীদের মধ্যে এই হার ৬২%। এই শহরের জনসংখ্যার ৭% হল ৬ বছর বা তার কম বয়সী। এই অঞ্চলের পিন কোড ৭০০১৩১।

ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ চিহ্নিতকরণ

২৫

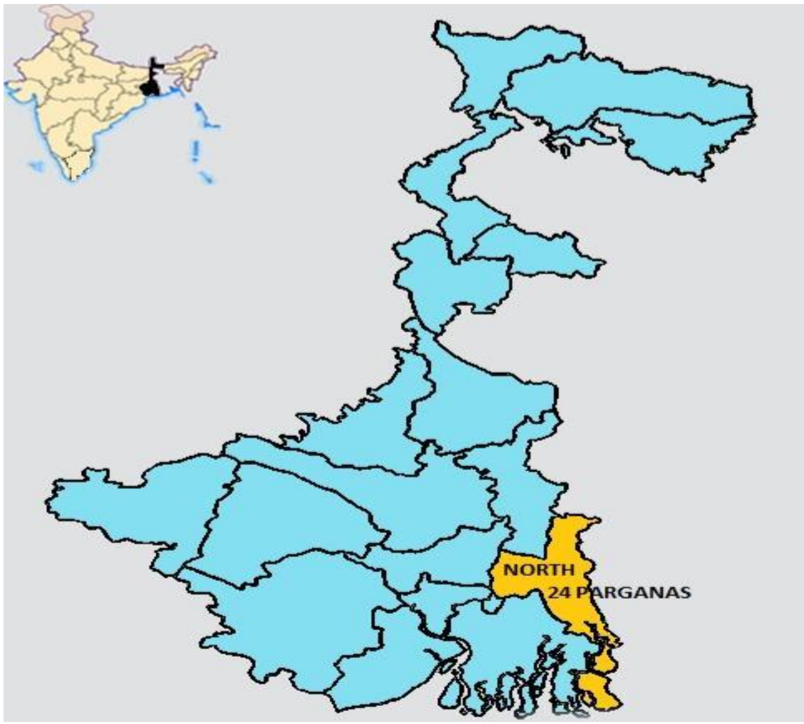

<u>পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা চিহ্নিতকরণ</u>

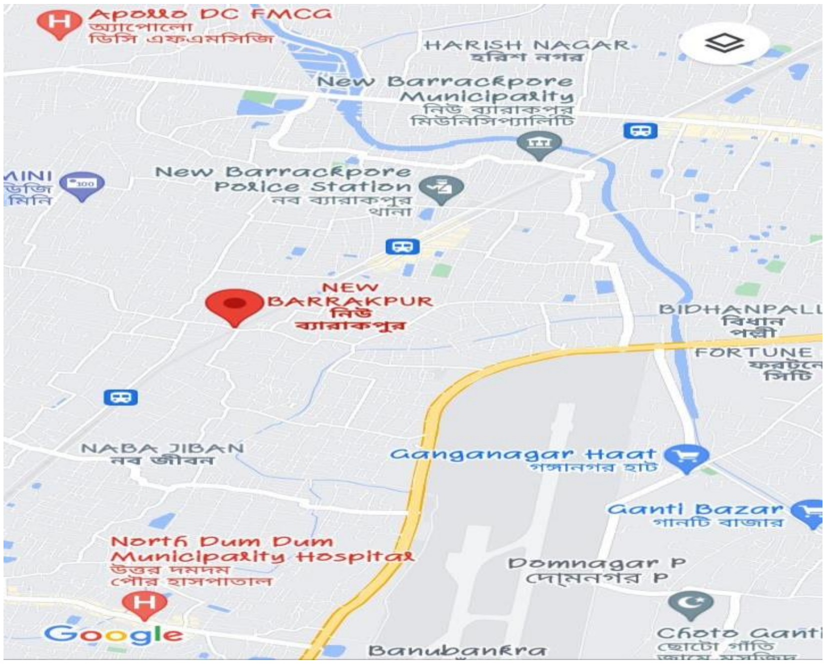

<u>নিউ ব্যারাকপুর বাজার</u>

➢ **চাঁদপুর লেনিনগড় বাজার :** চাঁদপুর একটি হল সেন্সাস টাউন মধ্যে ব্যারাকপুর দ্বিতীয় মধ্যে সিডি ব্লক ব্যারাকপুর মহকুমা [1] এর মধ্যে উত্তর 24 পরগনা জেলার রাজ্যের পশ্চিম বঙ্গ , ভারত । এই অঞ্চলের অবস্থান 22 ° 40-48 ″ N 88 ° 26′38 ″ E। এটি কলকাতার কাছাকাছি এবং কলকাতা আরবান অগ্রোমোমেশনের একটি অংশ। এই অঞ্চলের মোট ক্ষেত্রফল ০.৬৪ কিমি স্কয়ার। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ১০,৯৩০ জন। এই অঞ্চলের পিন কোড ৭০০১১০। এটি খড়দহ বিধানসভা অঞ্চলের অন্তর্গত এলাকা।২০১১ সালের ভারতের জনগণনা অনুযায়ী চাঁদপুর লেনিন গড়ে ১০,৯৩০ মোট জনসংখ্যা, যার মধ্যে ৫,৫৯৩ জন (৫১%) পুরুষ এবং ৫৩৫১ জন (49%) নারী । ৬ বছরের নীচে জনসংখ্যা ১,১০০ জন। চাঁদপুর লেনিন গড়ে মোট সাক্ষরতার সংখ্যা ৮,২২২ জন।

ভারতবর্ষের মধ্যে চাঁদ পুর অঞ্চল চিহ্নিতকরণ

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে চাঁদ পুর অঞ্চল

চাঁদপুর লেনিন গড় অঞ্চল চিহ্নিতকরণ

❖ নমুনা বৈশিষ্ট্য:

- **নমুনা আকার:** এই গবেষণা ক্রেতা–বিক্রেতা উভয়ই বিভিন্ন জাতিভিত্তিক মোট ৬০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।
- **লিঙ্গ:** মহিলা এবং পুরুষ উভয়ই নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণার ক্ষেত্রে ৪৫ জন পুরুষ এবং ১৫ জন নারীকে নমুনা হিসেবে নেওয়া হয়েছে।
- **বয়স:**

  ২০-৩০ এর মধ্যে ১০ জন,

  ৩১-৪০ এর মধ্যে ২১ জন

  ৪১-৬০ এর মধ্যে ২০ জন,

  ৬০ –এর অধিক ৯ জন।

- **ধর্ম:** হিন্দু – ৪০ জন,

  মুসলিম - ১০ জন,

  খ্রিষ্টান - ২ জন,

  অন্যান্য - ৪ জন।

- **নমুনা একক(Sample Unit):** পৃথক।
- **নমুনা অঞ্চলের পরিসীমা:** উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পূর্ব দিক মধ্যমগ্রাম থেকে দুর্গানগর পৌরসভা অঞ্চল পর্যন্ত এবং পশ্চিম দিক পানিহাটি অঞ্চল থেকে সোদপুর অঞ্চল পর্যন্ত।
- **নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি(Types of Sampling):** এই গবেষণায় নমুনাগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে অনির্ভর নমুনা চয়ন বা Non-Probability Sampling –এর 'সুবিধাজনক নমুনাচয়ন'(Convenience Sampling) এবং 'উদ্দেশ্যমূলক নমুনাচয়ন'(Purposive Sampling) পদ্ধতি প্রয়োজনমতো অবলম্বন করা হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা

- সময়ের অভাবে গবেষণার পরিধি কে বড় করা যায়নি।এখানে শুধুমাত্র শহরাঞ্চলের বিক্রেতা ও ক্রেতাদের নমুনা হিসেবে ধরা হয়েছে যার ফলে এখানে সমস্ত সিদ্ধান্ত শহর অঞ্চলের ক্রেতা-বিক্রেতাদের সমীক্ষা থেকে পাওয়া । সময় থাকলে গ্রামাঞ্চলের ক্রেতা-বিক্রেতাদের নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারতো তাহলে হয়তো ফলাফলগুলি আরো নির্ভরশীল হত।
- এছাড়াও করোনা পরিস্থিতিতে যানবাহন চলাচল সীমিত থাকায় গ্রামাঞ্চলে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

ভবিষ্যতে শহরাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলের ক্রেতা-বিক্রেতাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক জীবন সম্পর্কে গবেষণা করলে এই ত্রুটি গুলি কে সমাধান করে গবেষণাটি করা যেতে পারে এবং প্রাপ্ত ফলাফল কে আরও নির্ভরশীল ও সংগঠিতভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়।

অধ্যায়: চতুর্থ

• গবেষণা থেকে আবিষ্কৃত তথ্য(Findings):

➢ গবেষণায় ব্যবহৃত দুটি অঞ্চলের থেকে প্রাপ্ত মোট জনসংখ্যা হল ৬০ জন। যার মধ্যে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছর বয়সের মধ্যে ২১ জন, ৪১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ২০ জন এবং ৬০ বছরের অধিক ৯ জন বিদ্যমান।

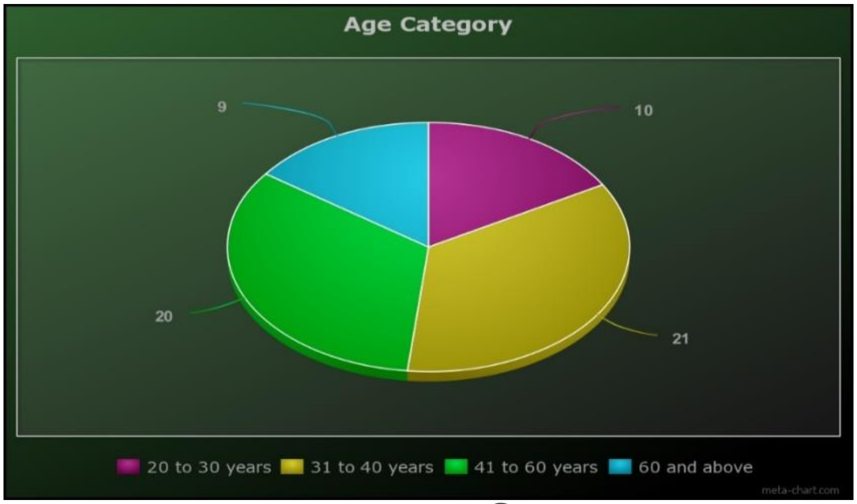

রেখচিত্র:1.3

- **গবেষণা থেকে দেখা গেছে দুটি** অঞ্চল মিলিয়ে চারজন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা সর্বাধিক। আটজন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা খুবই কম অর্থাৎ বলতে পারি যে বর্তমান শহরাঞ্চলে যৌথ পরিবারের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

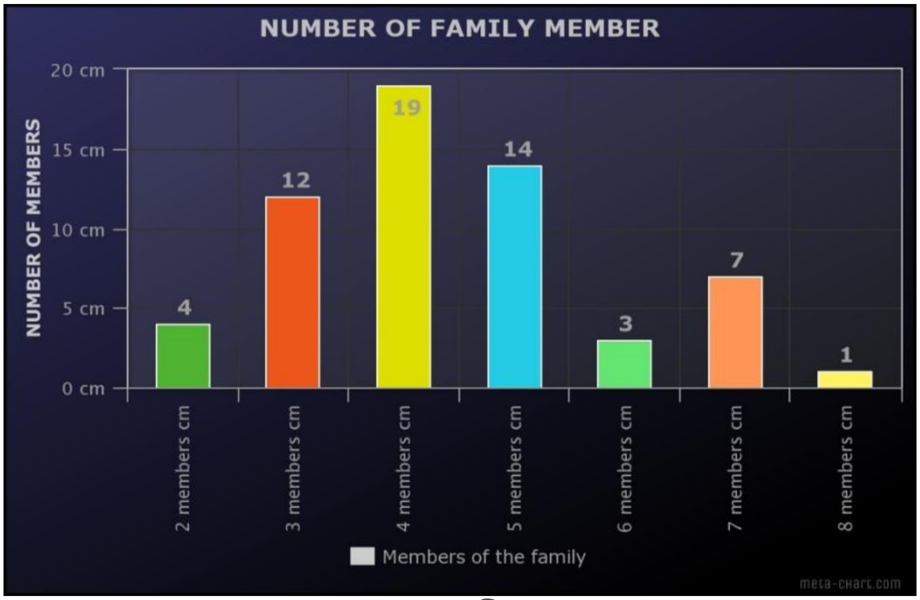

রেখচিত্র:1.4

- **বর্তমান গবেষণাটিতে অঞ্চলে করা হয়েছে সেখানে অধিকাংশই অনুসূচিত জাতি অর্থাৎ** Schedule Caste । তবে উচ্চ জাতির অর্থাৎ Higher Caste পরিমাণ কম নয়।

- **এই দুটি অঞ্চল মিলিয়ে** হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের বাসস্থানের সংখ্যাই সর্বাধিক। এছাড়া এই অঞ্চলে বসবাস করেন মুসলিম, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষেরা।
- **এই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী ভোট দানে সক্ষম। মহিলাদের তুলনায় পুরুষ ভোটদাতাদের সংখ্যা বেশি।**
- **নারীর তুলনায় এই অঞ্চলে পুরুষের সংখ্যা বেশি।**
- স্বাক্ষরতার দিক থেকে এগিয়ে আছে পুরুষেরা। তবে নারীরাও পিছিয়ে নেই।

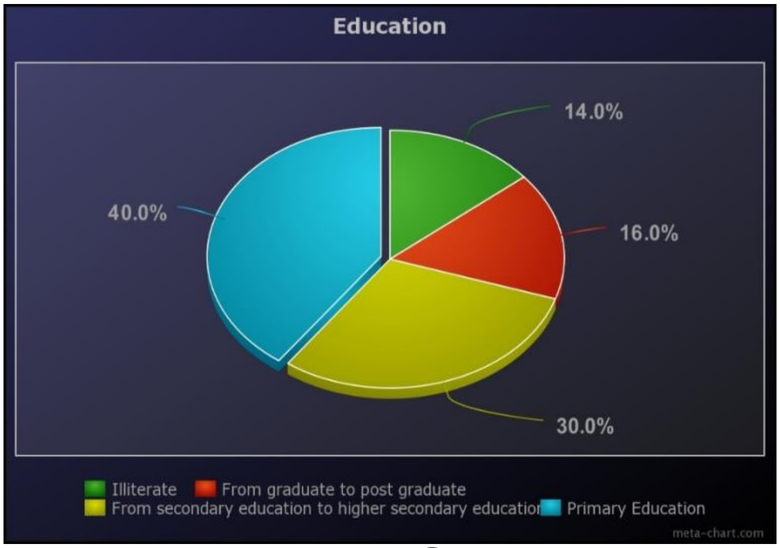

রেখচিত্র:1.5

- গবেষণায় দেখা গেছে এই দুটি অঞ্চলের নারী–পুরুষ উভয়েই কর্মরত, নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা এক্ষেত্রে কিছুটা বেশি।
- এই অঞ্চল দুটির বেশিরভাগ মানুষই নিজস্ব ব্যবসায়িক কাজে সাথে যুক্ত এবং এছাড়াও রয়েছে সরকারি চাকরিজীবী মানুষও। তবে তাদের সংখ্যা সীমিত।
- বহু মানুষ যারা করোনা পরিস্থিতিতে আগের কাজ হারিয়ে নিজস্ব ব্যবসায় নেমেছেন যা গবেষণার অনুসূচী থেকে জানা গেছে।
- মানুষের অর্থের উপার্জনের পরিমান কাজ হারিয়ে নতুন কাজ করার ফলে অনেকটাই কমেছে। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা দিয়েছে তাদের আর্থিক সংকট।
- অনেক ছেলে-মেয়েরা স্কুলছুট হয়েছে অনলাইন পড়াশোনার খরচ বহন করতে না পারায়। কিছু পরিবারের কর্তার কাজ হারানোর ফলে কিছু ছেলেরা পরিবারের সাহায্যার্থে পড়াশুনো ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

- বিক্রেতারা সঠিক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করতে না পারায় আগের তুলনায় তাদের লাভের পরিমাণ কমেছে।
- কাজ হারিয়ে অন্য পেশার মানুষ অনেকেই বিক্রেতা হিসেবে নতুন করে এই পেশায় যুক্ত হয়েছেন। কেউ বাজারে অস্থায়ী দোকান দিয়েছেন, আবার কেউ ভ্যানগাড়ির মাধ্যমে বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে পণ্য বিক্রি করে নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থা কোনোমতে টিকিয়ে রেখেছেন।

➢ ব্যক্তিগত মতামত(Suggestions):

- বাজারের সময়সীমা বাড়ানো হলে মানুষের একসঙ্গে ভিড় কম হবে এবং রোগের আশঙ্কার পরিমাণ কমবে।
- বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয় সদস্যদেরই টিকাকরণের ব্যবস্থা করা হলে রোগটি ছড়ানোর পরিমাণ অনেক কম হবে এবং মানুষেরা আগের তুলনায় ভয়-ভীতি ও আশঙ্কার থেকে অনেকাংশে বেরিয়ে আসতে পারবে।
- পরিবহন ব্যবস্থা এখনের তুলনায় সচল হলে বিক্রেতারা কম ঝুঁকিতে নিজেদের পণ্য হাট থেকে সংগ্রহ করতে পারবে এবং সেটা সুলভ মূল্যে বাজারে বিক্রি করতে পারবে।
- একটি নির্দিষ্ট সুষম ব্যবস্থা বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে ক্রেতারা একে একে বাজারে প্রবেশ করে তাদের পণ্য সংগ্রহ করলে, তাদের একে অপরের থেকে পারস্পারিক দূরত্ব বজায় থাকবে এবং নির্বিঘ্নে তারা পণ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

এইদিকে বাজার কমিটির সদস্যদের একটু নজর দিতে হবে।

- প্রতিটি দেশকে অবশ্যই পরিস্থিতির তীব্রতা অনুধাবন করতে হবে এবং কখনও কখনও মহামারীটির বিস্তার অনুসারে ব্যবস্থাগুলি আরও কড়া বা আলগা করতে হবে। খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সাপ্লাই চেইনও যথেষ্ট নমনীয় হওয়া উচিত। এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হল কৃষি ও খাদ্য খাতে COVID-19 এর প্রভাব মূল্যায়ন করা এবং মহামারীটির প্রভাব হ্রাস এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশগুলির সংক্ষিপ্তসার করা। প্রতিটি দেশকে পরিস্থিতির তীব্রতা অনুধাবন করতে হবে এবং কখনও কখনও মহামারীর বিস্তার অনুযায়ী ব্যবস্থা কঠোর বা শিথিল করতে হবে। খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে চ্যালেঞ্জগুলির প্রতিক্রিয়া জানাতে সাপ্লাই চেইনেও যথেষ্ট নমনীয় হওয়া উচিত। এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হল কৃষি এবং খাদ্য খাতে কোভিড -১ of এর প্রভাব মূল্যায়ন করা এবং মহামারীর প্রভাব কমাতে এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশগুলি সংক্ষিপ্ত করা। প্রতিটি দেশকে অবশ্যই পরিস্থিতির তীব্রতা উপলব্ধি করতে হবে এবং কখনও কখনও মহামারীটির বিস্তার অনুসারে ব্যবস্থাগুলি আরও কড়া বা আলগা করতে হবে। খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে চ্যালেঞ্জগুলির প্রতিক্রিয়া জানাতে সাপ্লাই চেইনেও যথেষ্ট নমনীয় হওয়া উচিত।

অধ্যায়: পঞ্চম

উপসংহার

বর্তমানে আমাদের দেশ ভারত বর্ষ এক কঠিন রোগ কোভিড-১৯ এর সম্মুখীন হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে দেশের অধিকাংশ মানুষই হারিয়েছে তাদের জীবিকা। গতবছর লকডাউন থাকার কারণে দেশের অর্থনীতি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। বেঁচে থাকার তাগিদে অনেক মানুষ নিজেদের জীবিকা পরিবর্তন করেছেন। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই নেমেছেন কাঁচামালের ব্যবসা, ফলের ব্যবসা, মাছের ব্যবসায় ইত্যাদি বাজার সংক্রান্ত নানা ব্যবসায়। এই কঠিন পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের অধিক চাহিদা থাকায় মানুষ বেছে নিয়েছে বাজার সংক্রান্ত ব্যবসা। আমাদের বেঁচে থাকতে গেলে প্রত্যেকেরই দরকার খাবার। একমাত্র পর্যাপ্ত এবং সুষম খাবারই পারে আমাদের এই রোগের বিরুদ্ধের লড়াইকে জয় করতে। এর পাশাপাশি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের টিকাকরণের মাধ্যমে এই রোগের আশঙ্কা অনেকাংশে কমানো যেতে পারে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ছাড়াও আরো অন্যান্য সংস্থার নির্দিষ্ট নিয়মগুলি সুষ্ঠুভাবে মেনে চললে কোন মানুষের স্বাস্থ্যহানি না ঘটিয়েই আমরা আগের মতোই আবার সুস্থ ভাবে জীবন যাপন করতে পারি।

রেফারেন্স

- Bryan Alan, Social Research methods, Oxford University Press, 1 Jan,2018
- www.google.com
- mohfw.gov.in
- https://guides.library.bloomu.edu
- ***Food Quality and Safety*, Volume 4, Issue 4, December 2020, Pages 167–180,2020**
- আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, সোমবার, ২৮ জুন ২০২১
- https://guides.library.bloomu.edu
- **Food insecurity during COVID-19 pandemic: A genuine concern for people from disadvantaged community and low-income families**
- OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), **29 April 2020)**
- ncbi.nlm.nlh.gov
- http://www.ebookbou.edu.bd
- Wikipedia

গ্রন্থপঞ্জি

- Neuman W.L awrence, Social Research Methods, Pearson Education India, 1 January, 2014
- Bryan Alan, Social Research Methods, Oxford University Press,1 January, 2018
- গবেষণা পদ্ধতি, ডঃ সরকার মেঃ আব্দুল মালেক, কবির পাবলিকেশন, বাংলাদেশ।
- www.google.com
- Mohfw.gov.in
- Who.int
- Miles T. Bryant, The Portable Dissertation Advisor, SAGE Publication,2003
- Libguides.usc.edu
- Questionpro.com
- www.google.com
- mohfw.gov.in
- https://guides.library.bloomu.edu
- ***Food Quality and Safety*, Volume 4, Issue 4, December 2020, Pages 167–180,2020**
- আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, সোমবার, ২৮ জুন ২০২১
- https://guides.library.bloomu.edu

- **Food insecurity during COVID-19 pandemic: A genuine concern for people from disadvantaged community and low-income families**
- OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), **29 April 2020)**
- ncbi.nlm.nlh.gov
- http://www.ebookbou.edu.bd
- Wikipedia

সাক্ষাৎকার অনুসূচী

(বিক্রেতাদের জন্য)

1. জায়গার নাম -
2. পৌরসভার/ গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম–
3. আপনার নাম–
4. আপনার বয়স কত ? ২০-৩০/৩১-৪০/৪১-৬০/৬০-এর বেশি
5. পরিবারের ধরন– SC/ST/OBC/GEN
6. পরিবারের সদস্য সংখ্যা–
7. আপনার শিশু কি স্কুলে পড়ে– হ্যাঁ/না
    - যদি হ্যাঁ তাহলে কে– ছেলে/ মেয়ে
    - তার বয়স কত–
    - তারা কোন শ্রেণীতে পড়ে? -
    - তাদের পড়াশোনার খরচ কত হয়?–
8. আপনার কোন সন্তান কি স্কুলছুট হয়েছে? - হ্যাঁ/না
    - যদি হ্যা হয় তাহলে কে? - ছেলে/মেয়ে
    - তারা কোন শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে? -
    - সে এখন কি করে? -
    - যদি কোন কাজ করে তাহলে সে এখন কত টাকা উপার্জন করছে? -

9. স্কুলস্কুল ছাড়তে হলো কেন আপনার সন্তানকে? -

- সে পড়তে ভালোবাসে না
- অনলাইন ক্লাস হাওয়ায় পড়া বুঝতে পারছে না
- বাড়িতে স্মার্টফোন নেই
- প্রতিমাসে নেট রিচার্জ এর টাকা যোগানে অক্ষম
- অন্যান্য বন্ধুরা পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছে
- আপনার পরিবার তার পড়াশোনার খরচ বহন করতে পারছিল না
- বারবার একই শ্রেণিতে আনুত্তীর্ণ হয়েছে
- ঘরে ভাই-বোনকে দেখাশোনা করার জন্য কি স্কুলছুট হয়েছে
- মেয়ের বিয়ের জন্য স্কুলছুট করা হয়েছে
- মেয়েরা বড় হলে পড়াশোনার থেকে ঘর সামলানো বেশি প্রয়োজন
- এগুলি ছাড়া যদি অন্য কোন কারণ থাকে

10. আপনার সন্তানের পড়াশোনা না করে অন্য কাজে ঢোকাতে আপনার কি সুবিধা হয়েছে?

- সংসার আরো ভালভাবে চলছে
- আপনাদের কাজে সুবিধা পাচ্ছেন
- অন্য কোন অসুবিধা

11. আপনার পেশায় আপনি কতবছর আছেন-

12. আপনি কোন বয়সে পেশায় এসেছিলেন-

13. আপনি লকডাউন এর পূর্বে একদিনে কত ঘন্টা কাজ করতেন আর এখন কত ঘন্টা করেন?

14. আপনিআপনি এক সপ্তাহে কতদিন কাজ করেন?

15. লকডাউন এর পূর্বে আপনি প্রতিদিন কত উপার্জন করতেন (প্রায়)? - ১০০-২০০/৩০০-৪০০/৫০০ - এর বেশি

16. বর্তমানে লকডাউন চলাকালীন আপনি প্রতিদিন কত উপার্জন করেন (প্রায়) ? - ১০০-২০০/৩০০-৪০০/৫০০-এর বেশি

17. আপনি মাসে কত আয় করেন? - ২০০০-৫০০০/৫০০০-১০০০০/১০০০০-এর বেশি

18. আপনি কি একা উপার্জন করেন আপনার পরিবারে? - হ্যাঁ/না

19. যদি না হয় তাহলে অন্যরাও কি একই পেশায় নিযুক্ত? - হ্যাঁ/না

20. যদি হ্যাঁ হয়-

	কতজন	আপনার সাথে কি সম্পর্ক	বয়স	দৈনিক আয়	শিক্ষা	সংগ্রহ
ছেলে						
মেয়ে						

21. যদি না হয়-

	কতজন	তারা কি করে	বয়স	আপনার সাথে কি সম্পর্ক	শিক্ষা গ্রহণ
ছেলে					
মেয়ে					

22. রেশন কার্ড আছে কিনা- APL/BPL/NIL

23. ঘরে বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে কিনা-

- খরচ মূল্য-

24. আপনি কি ধরনের ঘরে বসবাস করেন- পাকা বাড়ি/কাঁচা বাড়ি/টালির বাড়ি/মাটির বাড়ি

25. রান্নার জ্বালানি হিসেবে কি ব্যবহার করেন-

26. গৃহে পানীয় জলের সুবিধা আছে কিনা-

27. যদি হ্যাঁ - টাইম কল/টিউবওয়েল

28. যদি না - প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে আনেন/ সরকারি কলের ব্যবস্থা আছে

29. আপনার রেশন কার্ড/আধার কার্ড/ভোটার কার্ড/স্বাস্থ্য সাথী কার্ড আছে?

30. যদি হ্যা হয় তাহলে সেগুলির সঠিক সুবিধা পান ? হ্যাঁ/না

31. পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে কোথায় চিকিৎসার জন্য যান? স্বাস্থ্য কেন্দ্র/হাসপাতাল

32. বাড়ির নিকটে স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে? - হ্যাঁ/না

33. যদি হ্যা হয় , লকডাউন পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে সঠিক চিকিৎসা পান?- হ্যাঁ/না/মোটামুটি

34. আপনি যা উপার্জন করেন তাতে কি আপনার এবং আপনার পরিবারের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক চাহিদা পূর্ণ হয়? - হ্যাঁ/না/মোটামুটি

35. আপনার কেনা পণ্যের সঠিক বাজারমূল্য আপনি কি এখন পান?- হ্যাঁ/না/মোটামুটি

36. লকডাউনের আগে আপনার উপার্জন এখন এর থেকে কি বেশি হত ? - হ্যাঁ/না/একই হত

37. যদি হ্যাঁ হয় তাহলে আপনার মতে এখন কম উপার্জন হওয়ার কারণ কি?

- সঠিক মূল্যে পণ্য সংগ্রহ করতে না পারা
- সঠিক বাজারমূল্যে সেই পণ্যগুলি কে বিক্রি করতে না পারা
- আগের থেকে চাহিদা কম থাকায়
- সময়সীমা কম থাকায় ঠিকমতো কাঁচামাল বিক্রি না হওয়া
- পণ্য গুলির পচন ঘটায়
- এগুলো ছাড়া যদি অন্য কোনো কারণ থাকায়-

38. আপনার মতে এই সমস্যা গুলি কিভাবে সমাধান করা যেতে পারে-

- ট্রেন,বাস ইত্যাদি যানবাহনের কিছুটা অংশ চালু করা, যাতে হাট থেকে পণ্য সংগ্রহ করতে সমস্যা না হয়
- সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাজারের সময়সীমা আগের তুলনায় বাড়ালে
- চাষীরাও যাতে তাদের চাষ করা কাঁচামাল হাট-বাজারে সঠিকভাবে নিয়ে আসতে পারে সেই দিকে আরও নজর দিতে হবে
- এছাড়া অন্য কোন সমাধান যদি থাকে-

ক্রেতাদের জন্য

39. নাম–
40. বয়স–
41. ঠিকানা–
42. শিক্ষাগত যোগ্যতা–
43. জাতি–
44. পরিবারেরপরিবারের সদস্য সংখ্যা–
45. মাসিক উপার্জন–
46. আপনি কি লকডাউনের বাজারভিত্তিক নিয়মাবলী গুলিতে সন্তুষ্ট? - হ্যাঁ/না
47. যদি না হয়, তাহলে কেমন নিয়ম করলে আপনার মনে হয় সুবিধা হবে?
    - সময়সীমা বাড়ালে
    - শুধুমাত্র সকালের জায়গায় বিকেলেও বাজার খোলা বন্দোবস্ত করলে
    - এক একজন করে লাইন করে বাজার করলে, যার ফলে রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা কমবে
    - এছাড়াও অন্য কোনো সমাধান থাকলে–
48. আপনি কি নিয়ম মেনে বাজার করতে সক্ষম হচ্ছেন? - হ্যাঁ/না

49. আপনি কি সঠিক মূল্যে বাজারের সামগ্রী সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছেন? - হ্যাঁ/না/ কোন কোন দিন

50. আপনার কি মনে হয় বাজারের সামগ্রী গুলির চড়া মূল্যের পেছনে কারণ কি?

- চাষীরা সঠিক মূল্যে কাঁচামাল বিক্রি করতে না পারায়
- বিক্রেতাদের পণ্য সংগ্রহ অসন্তুষ্টি
- কাঁচামাল পচন
- যান চলাচল বন্ধ থাকায় হাট থেকে পরিমাণ মতো পণ্য বাজারে আনতে না পারায়
- এর পেছনে অন্য কোন কারন থাকলে-

51. আপনার কি মনে হয় এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত?

- চাষিরা যাতে সঠিক মূল্যে তাদের পণ্য হাটে বাজারে বিক্রি করতে পারে সেই দিকে নজর দিতে হবে।
- বিক্রেতারা সেগুলি সঠিক মূল্য সংগ্রহ করতে পারে এবং তা বাজারে সঠিক মূল্য ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করতে পারে তার দিকে নজর দেওয়া

ফটোগ্যালারী

বাজারে বেচাকেনার সময় ক্রেতা-বিক্রেতাদের চিত্রসমূহ

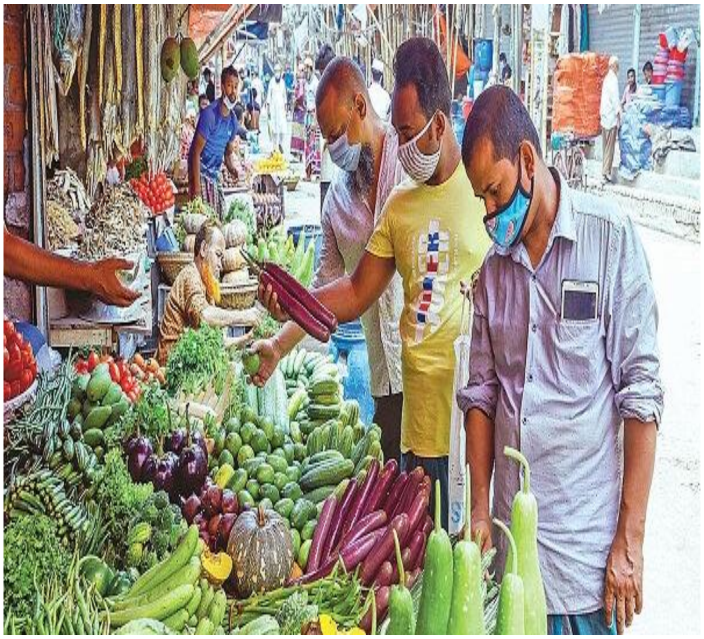

<u>সময়ের মধ্যে বাজার বন্ধ করার নির্দেশনা</u>

<u>ঘিঞ্জি পরিবেশ এবং মানুষের অসচেতনতা</u>

লকডাউন এ কাজ হারিয়ে অন্য পেশায় যুক্ত হওয় মানুষ

ভোরবেলার বাজারের চিএ